স্টিচ্

নিভা দে

এক

ফোনটা বাজলো। আর বাজার সময় পেলনা। একটু আগে বাজতে পারত। যখন বাইরের ছোট বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম আর মায়ের মক্কেলদের মোলাকাত করছিলাম। মাসিমা আছেন? পিসিমা আছেন? বীণাদি আছে। উঁহু, নেই, বিকেলের দিকে আসুন বা ঘন্টা দেড়দুই পরে। মা একটু দরকারে সোদপুরে গেছেন। সেলাইয়ের জিনিসপত্র কিনতে, এইভাবে মায়ের কাস্টমারদের সাথে কথা সারছিলাম— খবর কাগজের পাতায় চোখমুখ ঢেকে। মায়ের মিনতি ছিল। পুন পুন খবরকাগজ পড়িস বারান্দায় বসে— কেউ এলে একটু বলিস বাছা।

মায়ের সকালে বিস্তর কাজ...। সারা দিনই কাজ। আজ সকালে চাপটা একটু বেশি ছিল। কারণ তাকে বেরুতে হবে। সকালেই তাই সব রান্নাবান্না সেরে ফেলেছেন— খাবার গুছিয়ে রেখে গেছেন আমার জন্য। তার আগে চা-টা তো হয়েইছে। মা ঘরে ফিরতে ফিরতে স্নান সেরে খেয়ে নেব, তিনি ফিরলেই বেরুব আমি— আমার অফিসটা এমন কিছু দূরে নয়। বরানগর অঞ্চলে। একটা ছোট কারখানার লেখালেখির কাজ। আর সেটা জুটেছে মায়েরই কল্যাণে। মায়ের তো বড় বড় মক্কেল আছে। চাকরিটি মন্দ নয়— খুব দুরেও নয় তবে মাত্র বছর দুয়েক হ'ল হয়েছে ওটা—টানা পাঁচটা বছর বেকার থাকার পর। আমি অবশ্য আগেই মাকে বলে রেখেছি— দেখো হে জননী, অনেক করেছ, অনেক খেটেছ এবার কাজগুলো ছাড়তে হবে ধীরে ধীরে...। মা শুধু বলে—আচ্ছা দেখা যাবে, তুই টাকা পয়সা কিছু জমা, বাড়িটা ঠিকঠাক করি একটু—ঘরে বৌ আনি...এই সব আনছান কথা...। তো সে সবও তো বছর দশ বারো আগের ব্যাপার...।

ফোনটা বাজছে। দূর ছাই। বন্ধও তো হচ্ছে না দেখছি...মাথায় সবে এক মগ জল ঢেলেছি — এমন সময় ফোন, বেজেই চলেছে। ঘরে কেউ যখন নেই, এভাবেই বেরোতে হবে, যদি দেখি কোন্ মক্কেলের এত তাড়া—সাত সকালে— সবে তো সোয়া ন'টা বাজে, এই মেয়েরা পারেও বটে। ব্লাউজের পরে ব্লাউজ করতে দিচ্ছে— পূজোয় কটা করে যে শাড়ি কিনছে বাব্বা! তার উপর উঠতি নবীনাদের সালোয়ার কুর্তা, কত রকম ডিজাইন তাদের চাই— মায়ের যা পসার এখন, কোথায় কোথায় না যায় তার হাতে তৈরি ব্লাউজ, দিল্লি, মুম্বাই, কানপুর, এমনকি লন্ডনেও...। এখানে যাদের বাপের বাড়ি, মাসির বাড়ি আছে, তারা এখানে এলেই একগোছা ছিট নিয়ে এসে থামিয়ে দিয়ে যাবে। বীনাদি—দশ বারো দিন আছি— এর মধ্যে চাই কিন্তু— এই দশটা ব্লাউজ। আবার কবে আসব ঠিক তো নেই, আর কারও হাতের ব্লাউজ পরে এত আরাম আর কোথাও পাই না। যাই বলো। আর কেনা ব্লাউজ তো অঙ্গে তুলতেই পারি না। এত বাজে হুক লাগায়, দুদিন যেতে না যেতে পটাং করে ছিঁড়ে যায়—আর পটির কথা বলো না, সব সময় ফাঁক হয়ে থাকে বুকের কাছটাতে—বিশ্রী...। এভাবেই সল্টলেক, বরানগর, রাজস্থানে— আরও কত দিকে দিগান্তে চলে যাচ্ছে বীনাদির ব্লাউজ...আর শুধু কি মেয়েরা আসে? মেয়েদের বাপ, দাদা, বর তারাও ভারবাহী হ'য়ে দিব্যি চলে আসে। প্রথম প্রথম ভাবতুম বুঝি আমার কাছে এসেছে কেউ। গম্ভীরসে গিয়ে বলতাম— আমি পুলক ঘোষ বলুন...

—এটা বীণাদির বাড়ি তো? উনি আছেন — মেয়েটার জামা নিতে এসেছি।

—ওহ্, হ্যাঁ, ওই তো, মা— এই যে তোমার কাছে এসেছে —এভাবেই ক্রমশ ভুল ভাঙতে ভাঙতে এখন আমি ধাতস্থ হয়েছি। এটা ক্রমে বীণাদির বাড়ি হয়ে উঠেছে। এটা যে একদা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বিমল ঘোষের বাড়ি ছিল—কেউ আর মনে রাখেনি। অবশ্য বাবা তো কবেই মারা গেছেন। তা' তিরিশ বছর তো হ'লো। আমি তখন কতো বড়ো? ছ'সাত বছরের। ছোট বোনটা দু''বছরের। উপরে দুই দাদা, এই বিরাট সংসার নিয়ে বীণাদেবী তো মহা ফাঁপরে পড়েছিলেন তখন। তখন একটু আধটু সেলাই করতেন। বাবা চলে যাওয়াতে সম্বলহীন মা শুর করলেন লড়াই— ওই সেলাইটাকে হাতিয়ার করে। মা মানে বীণাদি, বীণামাসি ঊষা কাটিং আর লেডি ব্যাবোর্ন-এর ডিপ্লোমা নিয়েছিল। পড়াশুনার বিশেষ সুবিধের ছিল না, তাছাড়া তখন মেয়েদের আর কতো সবাই লেখাপড়া করতো—!

দুই

—হ্যালো,

—বীণাদি আছেন?

—আজ্ঞে না

—আপনি কে বলছেন

—পুলক ঘোষ, বীণাদির কনিষ্ঠ পুত্র—। আপনি কে বলছেন?

—আমি —আমি দেবী—

—দেবী? শুনছি তো মানবীর গলা—। তো বললাম তো মা বাড়ি নেই— মেয়েটার গলা কিন্তু বেশ সুইট। ফোনটা ছেড়ে দিতে গিয়েও তাই ছাড়তে পারলাম না। তাছাড়া ব্যাপার আছে। শত হলেও মা একজন বিজনেস উওম্যান, এবং দর্জি মানে টেইলার। তাঁর কাস্টোমাররা কোনভাবেই যেন অপমানিত, আহত না হয়— সেটা আমাকে ভাবতে হলে।

—শুনুন, আমি বীণাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই— কখন গেলে দেখা হবে?

—ঘন্টা দেড়-দুয়েক পরে এলেই হবে। মা তো আপনাদের জিনিসপত্র কিনতেই গেছেন—

—আমার জিনিস মানে...?

—ওই তো, বোতাম, হুক, লাইনিং - লেস, এসব আর কি? ছাড়ছি

—শুনুন — শুনুন, আপনি এসব এনে দিতে পারেন না বুঝি?

কথাটা শুনে রাগ হ'ল। তবু উত্তর দিলাম, ওই যে মধুর তরুণী গলা- তার মোহ। —হ্যাঁ, দিই তো এনে, — অফিস ফেরত কখনো অথবা রোববার ছুটির দিনে...? তো আজকের গুলি বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া মা এ সব মেয়েলি আমাকে ব্যাপারে বেশি জড়াতে চায়না। নিজের কাজ নিজেই করেন...

—আজ অফিস নেই আপনার?

—আছে তো। স্নান করতে গিয়েছিলাম? এরপর...

—মা এসে যাবেন ততক্ষণে?

—না এলে তালা লাগিয়ে চলে যাবো...

—কতক্ষণ আছেন আপনি আর?

—এই তো স্নান, খাওয়া ঘন্টাখানেক...

—ও আচ্ছা।

তারপরই খটাং করে ফোন রাখার শব্দ। ছন্দপতন। অসভ্য তো ভারি। কিছু না বলেই রেখে দিল...?

না, তাড়াতাড়ি স্নানটা করে ফেলি। আবার কোন মক্কেল এসে হাজির হবে— কলিংবেল বাজাতে থাকবে। উহ্, এদের যেন বীণাদি ছাড়া গতি নেই। কেনরে, বাবা, আরও তো সেলাই করার জায়গা আছে, সেখানে যাও না। আসলে মায়ের কাটিংএর হাত দারুণ। নাহলে এখানে কাছে ধারে আরও দুচারজন মহিলা আছে— ওই তো শিখাদি, রমা এইরকম —ওদের তো জানি আমি, কেউ কেউ রাস্তার উপর দোকান নিয়ে বসেছেনও। তবে যা দাম নেয় বাব্বা! মা একদিন বললেন পুপু যা তো একটা শাড়ির ফল্স কিনে আন সোদপুর থেকে, বিকেলে বেড়াতে গেলে নিয়ে এলেও হবে। তো আমি ভাবলাম, এতদূর আর যাই কেন ওই তো রমদির দোকানে 'ফল্স' ঝোলে — আমি দেখেছি — ওখানে থেকেই নিয়ে আসি। আনলাম। মা বললেন — কত নিল রে?

—বারো টাকা!

—বারো টাকা? তোর কি মাথা খারাপ? এটা ছ'টাকা দামের। কোথা থেকে আনলি?

—ওই রমাদির দোকান থেকে—

—তাই বল। ও তো মাথা কাটে সবার... আর যাবি না...।

আসলে মায়ের এক বিজনেসের রমরামার আর একটি মূল কথা আছে। বাইরে দর্জির দোকানে যা রেট - তার থেকে সবকিছুরই চার-পাঁচ টাকা কম নেন মা। আমি যদি বলি কেন কম নেবে মা? মজুরি বাড়াও না কেন?

—বাড়াই তো। প্রয়োজন বুঝে। দোকানের মতো মজুরী নেওয়ার তো দরকার নেই আমার। আমার তো ঠাঁট ঠমক নেই। দোকান ঘরের ভাড়াও দিতে হয় না — আমার এই মজুরিতেই পুশিয়ে যায়। বেশি লোভ ভাল নয় পুলু। এই করেই তো তোদের মানুষ করেছি, দিন তো চলে গেছে, না খেয়ে তো থাকিনি কেউ।

অতি লোভ ভাল নয়। দিন চলে গেলেই হ'ল। মোটা ভাত কাপড়ে প্রয়োজন মিটলেই হ'ল। এই ছিল বাবার জীবনের 'মোটো'। মাও তাঁরই আদর্শে প্রাণিত। তাই, সামান্য সঞ্চয়মাত্র না রেখে হোমিও ডাক্তার বিমল ঘোষ প্রয়াত হ'লে মা ঝাঁপ দিলেন সংসার বাঁচাতে। উহ্ সে যে কী লড়াই। একা হাতে সব সামলানো। ঘরে সেলাই টুকটাক্ যা পেতেন তখন অর্ডার করতেন, —বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেলাই শেখানো, তার আগে অবশ্য একটা সেলাই স্কুল খুলেছিলেন দু'তিনজন মিলে। তো সেখানে খুব বেশি আয় হচ্ছিল তো না-ই তারপর শুরু হ'ল দলাদলি। বীণাদির হাতের কাজ ভালো — সে শেখায় ভালো — তার কাছেই ছাত্রীরা বেশি আসতে এতে অন্যেরা ক্রমশঃ শত্রু হ'য়ে উঠলো বীণাদির। তার ওপর স্কুলটি যে সমাজসেবী ভদ্রলোক চালু করেছিলেন তার আবার রাজনীতির বাই ছিল — বীণাদিকে দলে টানার চেষ্টা চলেছিলো, মিটিংএ চলো, মিছিলে চলো, বীণাদির ওসব পোষায়নি, ফলে ওইসব মিশ্রিত কারণে বীণাদি সেই সেলাই স্কুল ত্যাগ করে এলেন। আসতেই হয় —হাতে গড়া কত কিছু মানুষ ত্যাগ করে আসে, ছেড়ে আসতে বাধ্য হয় ঘঠনাচক্রে পরিপ্রেক্ষিতে। তখন শুরু করলেন অর্ডারি সেলাই। কার কাছে শুনে ঘোলা থেকে মেয়েদের ছোট জামা যখন যেমন তাই নিয়ে আসতে লাগলেন বাণ্ডিল করে করে। ঘর সংসারের সব কাজ যত দ্রুত পারা যায় সেরে নিয়ে চললো সেলাই, রাত বারোটা একটা পর্যন্ত। পরেরদিন সকালে গিয়ে নিজে অথবা দাদার হাতে সব পাঠিয়ে দিতেন...।

সবে জামাটা গলিয়েছি গায়ে, বেল বাজলো মনে হচ্ছে? ওহ্, হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র মানে, হেমের সেলাই যে করে হেমামাসিমা বলি আমি মনে মনে হেমচন্দ্র। গতকাল রাত পর্যন্ত যত ব্লাউজ, কুর্তা কামিজ হয়েছে— গোটা ছয়েক বোধ হয় - সেগুলি আজ হেমমাসিমা নিয়ে যাবে প্যাকেট করে, আর গতকাল যা নিয়ে গিয়েছিল তা ফেরৎ দেবে। মা সব রেডি করেই গেছেন।

—বীণাদি নেই!

—না, এই যে প্যাকেট। প্যাকেট দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা দু'মিনিটে সারা হয়—

—কই গেছেন? কাল আসবো তো?

—হ্যাঁ —আসবেন। গেছেন দোকানে জরুরী জিনিস কিনতে...

—তুমি অফিসে যাবা না?

—এই তো রেডি হচ্ছি, স্নানটা শেষ, বেরুবো এবার—।

তিন

মৌবনে আজ মৌ জমেছে...' সুরটা গুনগুনিয়ে উঠল ভিতরে। কেন রে বাবা? কোথায় মৌ জমলো আমার মনে? রসকষশূন্য জীবন -এর

মধ্যে মৌ জমবে কোথা থেকে? চল্লিশ ছুঁতে চল্লুম। আর, মৌ? তবে এই বেশ আছি— ! মা অবশ্য কম ভ্যান ভ্যান করে নাকি, আর কবে বিয়ে করবি? আমি বাষট্টি বছরের বুড়ি — আর তোমার রান্না করতে পারবো না,—

—তোমার বাষট্টি? মাগো, মা জননী। কে বলে? তোমাকে মা পঞ্চাশও মনে হয়না কিন্তু। সবাই তো তোমাকে আমার বড়দি ভাবে বড় জোর।

—ফাজলামো হচ্ছে।

—ফাজলামো? জানো সেদিন রতন এসেছিল, কি বললো? এই তোর বড়দিকে চা করতে বল্‌তো—আমি বললাম—বড়দি কাকে বল্‌ছিস? আমার মা তো, তুই দেখিসনি আগে বুঝি মাকে? রতন তো অবাক, ওরে বাস্ —মায়ের চেহারাটা সেই কবে দেখেছিলাম বদলায়নি। আমি ভেবেছি তোর মায়ের তো এতদিনে চুলটুল সব পেকে যাবে...

—হয়েছে থাক রতন উপাখ্যান। আসলে আমার ধাত মা-বাবার মতো। বাবা যখন পঁচাত্তরে মারা গেলেন তখনো তাঁর দু'চার গাছির বেশি চুল পাকেনি জানিস...। তো তাতে কী হ'ল? চুল পাকেনি বলে কি গায়ের ক্ষমতা কমেনি কিছু? সত্যি পুন পুন এবার বিয়েটা সেরেই ফ্যাল্ — লোকে কী বলবে আমাকে? ছেলের বিয়ে দিচ্ছি না। তো বড়দা মেজদাও তো একদিন বলে গেল—

—তুমি কী বললে বড় কোম্পানীদের?

—বললাম তোরা দেখ না বাপু, আমার কথা তো শোনে না—

—হুঁ, হুঁ বাবা। এখন দুপয়সা রোজগার করছি তো - তোমার আয়পয় জমজমাট, কোন শালী টালি আছে গছাবার তালে আছে। ছাড়ো ও সব কথা। বেশ আছি, বাইরে থেকে এক মহিলা আসবে আর শুরু হবে কুচকটালি, —আবার হাঁড়ি আলাদা । মা, তোমার সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়! তোমার কি আশা যে আসবে সে তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে?

—আমাকে না খাওয়াক তোকে তো খাওয়াবে?

—সে তো তুমিই খাওয়াচ্ছো?

—আমি কি চিরদিন থাকবো? যে কোন দিন চলে যেতে পারি। এই কাজ কর্ম করতে করতে হাতে পায়ে রথ থাকতে থাকতে চলে যেতেই চাই। তো বংশ রক্ষারও তো ব্যাপার আছে...

—বংশ? সে তো তোমার দুই ছেলেই করেছে মা।

—উহ্, তোর সঙ্গে তর্ক করতে আর পারি না বাপু। করবি করবি বিয়ে জানি। শুধু আমিই দেখতে পাবো না হয়ত ছোট বউকে—

—হাঃ, দুই ছেলের বউয়ের মুখ দেখেও সাধ মেটেনি?

ব্যাস, প্যান্ট পরা, সার্ট পরা শেষ। এইবার আহার পর্ব। ওঃ, চুলটা আঁচড়ে নিয়েই বসা যাক, বেল বাজলে মনে হয়, মা এলো তাহলে। কী জানি আবার কে, — কে? মা তো নেই ঘরে — পরে আসবেন।

—বীণাদি যে নেই সে তো জানিই—

—তবে এলেন কেন? বাঃ। আমি ব্লাউজ ফ্লাউজের কী জানি, মা কিছু দিতেও বলে যাননি কাউকে,

—ঠিক আছে, দরজা তো খুলুন— জানলায় দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি?

—আমি যে বেরুবো...

—একটু পরে বেরুবেন। আপনি আমাকে একদম চিনতে পারছেন না? না? অনেক আগে আসতাম— আপনার মায়ের কাছে সেলাই শিখতাম একসময়—

—ওহ্! তাই চেনা চেনা লাগছে...

—হু: সবাই তাই বলে বটে, —তা সেতো এক যুগ আগের ব্যাপার — তখন বি.এ. পাশ করেছিলাম...

—তারপর ? চাকরি করছেন বুঝি?

—চাকরি? কোথায় পাবো? টিউশনি করছি, আর টুকটাক সেলাই

—সেলাই? বি.এ. পাশ করে শেষকালে সেলাই?

—কেন? আপনার মা যে সেলাই করেন? এত নামডাক...

—না। মানে মা তো, বি.এ. পাশ করেন নি,

—আপনি?

—আমি? আমার কথা আসছে কেন এ ব্যাপারে? তা, তা করেছি বলা যায় হাফ গ্রাজুয়েট।

—সেটা আবার কি?

—না, মানে, বি.কম. পার্ট ওয়ান পাশ তারপর...আর হয়ে ওঠেনি।

—তবু দেখুন চাকরি করছেন আপনি, করছেন না?

মনে মনেই প্রশ্নটা করতে হ'ল —তা বাপু বিয়ে করনি কেন? বয়স তো ত্রিশ বত্রিশ হ'ল। কার পথ চেয়ে বসে আছো? অবশ্য এ প্রশ্ন তো আমাকেও করতে পারে মেয়েটা। মেয়েটা না মহিলা? রোগা রোগা চেহারা একটা ছাপার শাড়ি আহামরি দামের নয়। সুখী জীব নয় বোঝাই যায়— চোখ দুটো বেশ ছলো ছলো - বড়ো বড়ো—।

—তা মায়ের তো এখনও আসার লক্ষণ দেখছি না, আপনি...

—আপনার কাছেই যে দরকার—

—আমার কাছে। কী আশ্চর্য! বলুন তো ব্যাপারটা কি!

—দেখুন বীণাদির তো এতো নামডাক সেলাই-এ প্রচুর কাজ আসে—নানা জায়গা থেকে। কিন্তু এখন আর অত পারে না করতে — এবারই তো কত সেলাই ছেড়ে দিয়েছে, আমি জানি। আমাদের পাড়ার অনেকেই ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজের ছিট্ ফেরৎ নিয়ে গেছে ...অথচ দেখুন আমাকে দেয় না। বীণাদি তো আমাকে ওর সহকারী করতে পারে। বীণাদির কাটিং তো ভালো — কেটে দেবেন— আমি সেলাই করবো—আপনার মাকে একটু বোঝান না—

—তো আপনিই তো বলতে পারেন। মায়ের তো ছাত্রীই ছিলেন।

—সে কি বলিনি ভেবেছেন? বছর চার পাঁচ আগেই কথাটা বলেছিলাম। আমার তো মেসিন আছেই একটা, বললে এখানে বসেই করতে পারি— সেটা এনে। দরকার হ'লে একটা কিনেও নিতে পারি — কিন্তু রাজী হননি। তাই রাগ করে ক'বছর আর এ মুখো হইনি। আপনি একটু মাকে বোঝাবেন ব্যাপারটা...

—আপনি কি ভেবেছেন মাকে কম বোঝাই এ ব্যাপারে? মা কারও কথা শোনে না? এত কাজের চাপ এখন — সব সময় হাঁপাচ্ছেন যেন — ঘর সংসারের কাজ, —তার ওপর দিনরাত মেসিনে বসা, রাত একটা দু'টো পর্যন্ত কাটাকাটি। খুব তো বলি— কাজের চাপ কমাও, বয়স হয়েছে— আর এত অর্ডার নিও না। এবার অপারগ হয়েই শেষ পর্যন্ত কিছু কাজ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। তো আবার আরম্ভ হয়েছে—কালী পূজো, ভাইফোঁটার অর্ডার। তারপরই তো বিয়ে সিজন এসে যাবে...। জানেন আগে আমার পায়জামা, পাঞ্জাবী শার্ট তৈরি করে দিতেন, সত্যিই মাছের হাতের কাজ ভাল। এখন পাজামাটা পর্যন্ত কিনতে হয় আমাকে। বলে কি —এসবে খাটনি বেশি — তুই বাইরে থেকে কিনে নে। ব্লাউজ আর সালোয়ার - কুর্তায় খাটুনি কম — মজুরি ভাল।

ভিতরে ভিতরে নিজেকে চোখ রাঙাই, —এসব হচ্ছেটা কি? এত কথা বলার কি মানে, —এই সদ্য চেনা মহিলাটিকে? আমি উস্‌খুশ্ করি। আড়চোখে ঘড়ি দেখি, সোয়া দশটা বেজে গেল— খেতেও তো মিনিট দশেক যাবে...

—পুলকদা, আপনি চেষ্টা করলেই হবে। এটা করে দিতেই হবে। —পুলকদা! কথাটা শুনে ভিতরে ভিতরে খাবি খাই আমি। বলে কি মেয়েটা। পুলকবাবু নয়। একেবারে দাদা—। সংক্ষেপে সারি ব্যাপারটা। —ঠিক আছে বলছেন যখন বলবো মাকে, এখন আমি খেতে বসবো।

—আপনি তো অনেকক্ষণ থেকেই যাবার ইঙ্গিত করছেন আমাকে— বসতে পর্যন্ত বলেননি—কিন্তু আমার অবস্থার কথা যদি ভাবেন...উপায় নেই— বীণাদির কাছে ভাল একটা সুযোগ আছে— টিউশনি করি বটে।

—কেন? টিউশনি তো ভালো আয় এখন। আর সেলাইয়ের কাজ থেকে সম্মানেরও—

—সম্মানের না হাতি, চার মুল্লুকের চারটে বাড়িতে করি— সাড়ে সাতশো পাই। আর ব্যবহার যা তাদের! সকলের নয় অবশ্য— তবু — । তার থেকে নিজের স্বাধীন সেলাইয়ের ব্যবসায়ে দাঁড়াতে পারলে অনেক সম্মানের আমি মনে করি। আপনি জানেন না —বীণাদির কী সুনাম এ অঞ্চলে। কতো বড়ো বড়ো কাস্টমার তার...।

মহিলার চোখ ভেঙ্গে কী জল বেরিয়ে আসছে? খুব দুঃখী মনে হচ্ছে...অনেক প্রশ্ন মাথায় আসছে। করা কি যাবে? থাক বাবা, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে শেষকালে। উঃ, মা তো এখন ফিরেও আসতে পারে। ঘন্টা দুই হ'ল গেছে। খুব ভিড়ের মধ্যে পড়েছে নির্ঘাৎ —পুজোর বাজার চলছে এখনও... এত সময় তো লাগে না কখনো, —তবে পথেঘাটে বহু চেনা জনের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলে গল্প জমে ওঠে। মায়ের দরবারে কত যে খবর এসে পৌঁছয়। যেহেতু প্রধানত মহিলাদের নিয়ে কারবার —তারা শুধু অর্ডার দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে আটকে থাকতে কি পারে? নানা সংসারের সুখ-দুঃখের খবর, হাঁড়ির গোপন খবর সব জমা হয় বীণাদির দপ্তরে। তার কিছুই বাছাই সংবাদ খেতে খেতে শুনতে হয় - মায়ের কাছে। রাতের খাবার দু'জনে একত্রেই খাই—নিরামিষ দুধ-রুটি কলা আহার—সঙ্গে টুকটাক কিছু — অনেক সময় বিরক্তও হয় মা। — 'দেখ — পুন পুন, —আজ কতোটা সময় নষ্ট হ'ল, —দত্তবাড়ির বৌ আর ওঠেই না — সংসারের উলিঝুলি খবর সব নিয়ে বসেছিল —এতকথা বললে কি আর সেলাইয়ে মন দেওয়া যায়? কিইবা বলি। সসারের জ্বালা জুড়োতে চায় এখানে এসে—। বলে কি আবার - বীণাদি, —আপনার কাছে এত কথা বলি বলে শান্তি পাই। কাকে আর বলবো, —আমি দেখেছি আপনার থেকে কোন কথা কোথাও চাউর হয় না—'। হ্যাঁ, বীণাদির দপ্তর এভাবেই এক ধরণের সংবাদ সংস্থাও—আমি তো ঠাট্টা করে বলি— 'বীণা গেজেট'। এখান থেকে বিয়ের সম্বন্ধ পর্যন্ত হ'য়ে থাকে। আমি যদি বিয়েতে মত দিই —এক্ষুনি মা পাত্রী যোগাড় করে ফেলবেন। উরে বাব্বা।...

নাহ্, আজ দেখছি অফিসে লেট হবেই। ওই আর একজন আসছেন - হাতে ছিটের পলিপ্যাক। — 'মা তো নেই, —পরে আসবেন' —শুনুন—আমি এবার সত্যিই বেরুবো, অফিসে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে খুব। তালাটা হাতে নিই এবার, আর ভদ্রতা রাখা যাচ্ছে না—।

চার

দেবীই হেঁকে উঠলেন—ওই তো বীণাদি এসে গেছেন। একটা রিকসা এসে থেমেছে গেটের সামনে। কিন্তু মাকে এমন কাহিল লাগছে কেন? রিকসাওয়ালা হাতে জিনিসপত্রের ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে দিল —মাইজির শরীর খারাপ হয়েছে—

—কি হয়েছে, মা - আমি দৌড়ে রিকসার কাছে যাই। মাথাটা হেলানো ছিল, দু'হাতে দুপাশে ছত্রী ধরা ছিল। কষ্ট করে চোখ খুললো মা, ওঃ পুন পুন, বাড়ি আসছি, বাবা? ধরতো আমাকে—মাথাটা খুব ঘুরছে—। মাকে দু'হাতে ধরি সাবধানে, মা চোখটা ভাল করে মেললেন এবার, —দেবী নাকি? অনেকদিন পরে এলে তো? দেবী ব্যাগটা নিয়ে বারান্দায় রেখেছে। মাকে ধবার জন্য হাতটা বাড়াল। দু'জনে সাবধানে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলাম— বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

—রিকসাকে সাতটা টাকা দিয়ে দে পুন পুন—। খুব সাবধানে নিয়ে এসেছে ও আমাকে। তুই আফিসে বেরোসনি ভালই হ'ল...

—থাক, থাক বলতে হবে না। আপনি একটু থাকুন তো মায়ের কাছে। আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাই একবার—

—শোন্ ডাক্তারবাবুকে ডিসপেনসারিতেই পাবি। ফোন কর না, —যাবি কেন?

—ওহ! জিনিসপত্র কিনবো কি! কী ভীড়। তারপর যাহোক কিছু কেনার হয়েছে। এমন সময় মাথাটা এমন ঘুরতে লাগলো, প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। দোকানের ছেলেটা তো চেনা কতদিনের। তাড়তাড়ি ধরে ভিতরে কোনভাবে নিয়ে একটা চেয়ারে ফ্যানের নিচে বসিয়েছে—ওঃমা। এত কথা বল না তো। চুপচাপ একদম — শুয়ে থাকো চোখ বুজে। তারপর ফোন তুলি। ডাক্তার চ্যাটার্জী আমাদের চেনা, —পারিবারিক চিকিৎসকও বটে।

—হ্যালো ডাক্তারবাবু, আমি বীণাদির ছেলে পুলক বলছি—মায়ের শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। দয়া করে একটু আসবেন— যতো তাড়াতাড়ি পারেন—

—বীণাদির শরীর খারাপ? কবে হ'ল। বাবারে, হ্যাঁ, একটু পরেই যাচ্ছি। ওর শরীর কাহিল থাকলে তো মুশকিল—আমার গিন্নির পাঁচ পাঁচটা ব্লাউজ ভাই ফোঁটার আগে চাই— গিন্নির আবদার। পুলকবাবু, চিন্তা করবেন না। আমি আসছি—। মাকে শুইয়ে রাখুন, মাথা ঘুরছে খুব? একটু জলদিয়ে হাওয়া করুন, দু'তিনজন আর্জেন্ট পেসেন্ট আছে দেখেই আসছি, বাকীদের ফিরে এসে দেখা যাবে।

দু'চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে। ছটফট করছেন মাতৃদেবী। কথার দাম আছে তার - নেহাৎই টেইলার হ'লে হবে কি! যদি ঠিক মতো ডেলিভারি না দিতে পারেন- সেই চিন্তায়, যন্ত্রণায় মরছেন। দারুণ লো প্রেসার। ডাক্তারবাবু খুব বিশ্রাম নিতে, ভাল খেতে টেতে বলে গেছেন। বীণাদি মহা ফাঁপরে পড়েছেন। এখন কী করবেন। কটা ব্লাউজ কামিজ কাটাছাটা আছে অথচ মেসিনে বসতে পারছেন না। আর এ-বেলা ও-বেলা 'ট্রিপ' দিচ্ছে মহিলাটি। রোগী দেখতে আসছে, মাথায় হাত বুলোচ্ছে, হাতে করে মুসুম্বি নিয়ে আসছে। নিজেই 'রস' করে খেতে দিচ্ছে। —কি ব্যাপার দেবী, ক'বছর মুখ দেখিনি, এখন রোজ আসছে এ-বেলা ও-বেলা—আড়াল থেকে ওদের ডায়ালোগ শুনি— বারে — আপনি অসুস্থ হ'য়ে পড়বেন চোখের ওপর দেখলাম তো আসবো না?

—তোমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে না? টিউশনি?

—এখন তো পূজোর মরসুম...টিউশনি বন্ধ-কিছুদিন। বাচ্চাদের পড়াই - তারা কি এখন পড়তে চায়? কেউ গেছে মামার বাড়ি। কেউ গেছে বেড়াতে—

—আর সেলাই?

—সেলাই আর কতো? যখন ঘরে থাকি করে ফেলি—

—বৌদিরা ভাল ব্যবহার করছে বুঝি? রান্না ভাত দিচ্ছে।

—কেন? এক ফাঁকে কিছু করে নিই? মা যাবার পর—একাই। নিজেরটা নিজেই করে নিচ্ছি।

—ভাগের ঘর নিয়ে ঝামেলা করছে না?

—সামনা সামনি কিছু বলে না। ভিতরে ভিতরে ফোঁস ফোঁস করে?

—আমার তো মহাবিপদ। ক'টা কাটা ছাটা আছে। তুমি করতে পারবে সেলাইগুলি। এগুলি পরশুই ডেলিভারি দিতে হবে—

—আপনি বললে করবো, বিপদে পড়েছেন, কিন্তু, কিন্তু আমি কি আপনার মতো করতে পারবো? আমি পাশের ঘর থেকে মেয়েটার চালাকিটা দেখছি।

—কেন পারবে না? তুমি তো ভাল কাট ছাটা শিখেছিলেন, হাতের কাজ পরিষ্কার বেশ তোমার—আমার মনে আছে, বসে যাও না এক্ষুনি—আজ দুপুরে যা হোক খেয়ে নেবে আমার সঙ্গে।

—বলছেন যখন বসে পড়ি-

—তোমার আপত্তি আছে নাকি? তুমিই তো কতোবার বলেছিলে এভাবে আমার কাছে সেলাই করবে। আরও যেন কী বলবে? বীণাদি আপনার ব্যাবসাটাকে অনেক বড়ো কবা যায়, আপনি কাটবেন শুধু বসে বসে - তিন চারটে মেশিনে সেলাই হবে— আরও দু'চারটে মেয়েকে ডেকে নেবেন — বীণা প্রোডাকট্— বেশ লাভ হবে—

—হ্যাঁ বলেছিলাম, মনে আছে খুব। কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন—অত বড় হওয়ার, টাকা করার লোভ নেই— বেশ আছি—ঝুটঝামেলা বাড়াতে চাই না। একা হাতে যা পারি করি। থাকগে, পুরনো কথা। এখন তাহলে বসে যাই—।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সন্ধার সময় পুন পুন গিয়ে হেমের জন্য দিয়ে আসবে—সে তো দু'দিন আসছে না— কাজ হচ্ছে না বলে—

—পুন পুন কে?

—কেন আমার ছেলে পুলক, ডাকি পুন পুন, কখনো পুলু—আমি তাহলে সন্ধ্যার দিকে উঠে আরো কিছু কেটে ফেলবো—

—উঠতে পারবেন? মাথা ঘুরছে তো?

—কমেছে। বিকেলে আরো কমবে। জোর পাচ্ছি, পুন পুন—

—হ্যাঁ বলো, শুনছি

—চাল বেশি নিস- তো - আলু সিদ্ধ দিস - দেবী এখানেই খেয়ে নেবেখন। ওরও তো নিজের ব্যাপার শুধু—কাউকে কিছু বলাও নেই। দাদারা খোঁজখবরও নেয় না—এক বাড়িতে থাকলে কি হবে?

যাক্ বাবা! মেয়েটার হিল্লে হ'ল একটা। আমাকে কিছু আর বলতে হ'ল না...একে বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!

—শোন দেবী, খুব সাবধানে সেলাই করো—। নাম যেন খারাপ না হয়। একবার নাম খারাপ হ'লে কাস্টোমার কমতে থাকবে। হ্যাঁ — খোল - এই সবুজটা—।

পাঁচ

দেবিকারাণী তাহলে ভালভাবেই লেগে গেল। মা এখন উঠছেন বসছেন ফিরছেন যদিও, তবে দেবী-বিদায় হ'লো না দেখছি। আজ অফিস থেকে

ফিরে সঙ্গে সঙ্গে চা -জলখাবার পেয়ে অবাক আমি?

—আপনি কেন? কি মুশকিল—, মা ...

—বীণাদি এখন মনোযোগ দিয়ে কাটছেন... ডিস্টার্ব করলাম না—

—তাই বলে আপনি? আমি তো নিজে করে খাই মাকে দিই—মা তো বারবার চা খেতে ভালবাসেন, অবশ্য এখন অল্প—

—আপনি করলেন তো আমাকে দিতেন চা। দিতেন না? নাকি মা- আর চা খেতেন আমাকে বাদ দিয়ে। বেশ তো আমি আজ করলাম—কাল যদি আপনি করেন—আমি কাজ করতে করতে খাব চা-টা। ফাইন লাগবে। জানেন কাজ করছি সেলাই ইত্যাদি, তখন কেউ চা করে দিলে কী ভাল যে লাগে।

—ওহ বাবা। একটা কাজের মেয়ে রাখলেই পারেন তাহলে।

—নিজের জোটে না আবার শঙ্করাদের ডাকা। তবে সময় এলে রাখব ঠিক—।

কালকের ওই ঘটনাটর পর আজ বেশি দেরি করে ফিরলাম। মেয়েটা ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করছে বাড়িতে। অস্বস্তি হচ্ছে। দু'খানা তো ঘর তার মধ্যে বাইরের একটা মেয়ে খুটখাট করলে সর্বদা, ভাল লাগে? অবশ্য রান্নাঘর, বারান্দা আছে—তবু। আজ বাইরের দোকানে আলুরদম রুটি, চা খেয়ে ফিরেছি— আটটার পরে— চা বানিয়ে তোকে খাওয়াবো, ইলি আর কি? ব্যাপারটা হচ্ছে— বাইরে বিশেষ আড্ডা আমার নেই। তাস পাশ ভাল লাগে না। ঘরে ফিরে বই পড়া বা টিভি দেখা এই করতেই ভালবাসি। ঘরে ঢুকেই পাশের ঘরে বেশ উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলাম মায়ের—

—না বাপু, আর অর্ডার নিতে পারব না—। হাতে অনেক কাজ— বারবার বলে ত্যক্ত করো না তো। সিউড়ি থেকে ব্লাউজ করাতে এসেছে। নিজের তো এনেছেই—আবার ননদেরও কটা...

—কি করবো বীণাদি। ছোটবেলা থেকে আপনার হাতের সালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ পরে আসছি। সিউড়িতে বিয়ে হয়েছে বলে বাপের বাড়িটা উঠে যায়নি এখান থেকে, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি—

—মাপ করো, পারবো না — ভাই ফোঁটার আগে দিতে— শরীর বেহাল...

—না, না বীণাদি, প্লীজ, কার কাছে যাব বলুন? ননদকে বড়ো মুখ করে বলে এসেছি, এখন, মান থাকবে না আমার...

—কী মুশকিন—পারছি না আমি করতে, এভাবে জোর করো না তো—

—বীণাদি, এতো করে বলছে যখন, নিয়ে নিন অর্ডারগুলো—আগের ক'জনকে তো ফেরৎ দিয়েছেন...দেবীর গলা— আমি ব্যবস্থা করবো—

—আমি কেটে দিলেও তুমি একা হাতে করে উঠতে পারবে —এই এতো জামা রয়েছে...

—হ্যাঁ, পারবো—ব্যবস্থা করবো বলছি তো—

—বেশ, মাপটা নিয়ে নাও তাহলে। ওই যে টুকরো কাগজ নাও একটা— উহ্, এবার যা হচ্ছে। দেখো - ছাতি - ৩৪, পুট - ৬.২, সেস্ত নয়, কোমর — তেত্রিশ, হাতা ব্যাস, এই টুকরোটা এই কাপড়গুলোর ভেতরে রেখে দাও—। ননদের তো ব্লাউজ নিয়ে এসেছো, মাপ ঠিক আছে তো, কেনা ব্লাউজ তো—

—হ্যাঁ, কিনে তো নিজে আবার ঠিক করে নিয়েছে, মাপটা ঠিক আছে।

—দেবী, ওই কাপড়গুলোর সঙ্গে এই ব্লাউজটা বেঁধে রাখো—ওরা চলে যেতেই মা হাঁক ছাড়লেন পুন পুন এসেছিস মনে হয় — কি ব্যাপার? এত দেরি করে ফিরলি যে?

—এই একটু ঘুরেফিরে এলাম—

—চা, জলখাবার

—না, না দরকার নেই, খেয়ে এসেছি—

—বীণাদি আপনার ছেলে খুব চালাক, তাড়াতাড়ি এলে চা করে যদি আমাকে দিতে হয়—, বীণাদি, কাল থেকে আমাদের পাড়ার একটা মেয়েকে আনবো, ভাল সেলাই জানে—

—এখানে আর বসাবে কোথায়? ওঃ, ওই ভরসায় তুমি অর্ডারগুলো নিতে বললে। বরঞ্চ এক কাজ করো— তার জন্য তুমি নিয়ে যাবে সেলাইগুলো— এখান আসতে হবে না তাকে। তবে সেসবের দায়িত্ব তোমার — কোন কিছু নষ্ট হলে হারালে...

—আমি ক্ষতিপূরণ দেব—, বীণাদি, চিন্তা করবেন না—।

—তখন চায়ের কথা কি বলছিলে— ও তোমাকে চা করে খাওয়াবে কেন? ওই ছেলেটা, আমার পুন পুন, এমন মা অন্ত প্রাণ— বিয়ে পর্যন্ত করতে চাইছে না। দেখো ছেলের চুলে পাক ধরলো— বলে এই বেশ আছি। আচ্ছা বলো তো—আমি গেলে কে দেখবে ওকে?

—এমন রামচন্দ্রের মতো ছেলে। আজকাল দেখা যায় না তো। বীণাদি আপনার কপাল ভালো—।

পাশের ঘরে এবম্বিধ সংলাপ শুনে আমার গা-পিত্তি জ্বলে গেল। উঠে এসে বললাম —ঠাট্টা করছেন মাকে? অ্যাঁ? মায়ের কপাল ভাল—সারা জীবন হাড় মাঁস কালি হ'য়ে গেল এই সেলাই করে করে - সংসার সামলাতে সামলাতে শ্বাস নিতে পারেননি আরামের কখনো।

—ওমা, তার জন্য ওকে এভাবে চোখ রাঙাচ্ছিস কেন? ও তো তোর মতো ছেলের প্রশংসা করছিল।

—থাক আমার আর প্রশংসার দরকার নেই। দিনরাত তোমার সেলাই চর্চায় ডুবে থাকো— আমার কথা ভাবতে হবে না। বাড়ি তো নয়, যেন দর্জিখানা — বেশ রাগত ভাবেই কথাগুলো বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। কে জানে কেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে সশব্দে টিভি-টা খুলে বসলাম ...। ক্রোড়পতি শুরু হ'ল...। প্রায় আধাআধি হ'য়ে গেছে জমেছে। উত্তেজনায় টানটান, —আজকের এই হর্ষবর্ধন নাকি এককোটি জিতে নিয়েছে। খুব উত্তেজনা বোধ করছি তাই। বিজ্ঞাপনও আজ প্রচুর। তখন 'Mute' করে রাখি।

—এই যে শুনুন পুলকবাবু —আপনি ভাবছেন আপনার মাকে আমি বুঝি দখল করে নিচ্ছি। না, সে ভয় নেই—। আর যাতে আপনি বিরক্ত না

হ'ন সেটা দেখবো। শুনুন, —আমারও মা ছিল। বাবাও। আজ কেউ নেই বটে তবে... । ঠিক আছে। আমি কিছু বলার সুযোগ পেলাম না। মনে হ'ল মেয়েটা চোখে জল নিয়ে বেরিয়ে গেল দুম করে। ...একটুখানি 'থ' মেরে রইলাম। তারপর ক্রোড়পতিতে ডুবে গেলাম। শুধু ভিতরে একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগলো।

ছয়

তারপর যেন শান্তি পর্ব শুরু হ'ল। ক'দিন আর দেখি না মেয়েটাকে। মা সকালে উঠে ঘরের কাজ কর্ম সেরে কাটাকাটি নিয়ে বসেছেন। আজও টেবিলে আমার ভাত তরকারী ডাল, ওমলেট সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। স্নান সেরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হাল্কাভাবে কথাটা তুললাম— কিগো জননী তোমার শ্রীদেবীকে দেখছি না ক'দিন? কেটে পড়লো তাহ'লে? তোমাকে গাছে তুলে মই নিয়ে সটকালো?

—পুন পুন, ওভাবে কথা বলিস নাতো মেয়েটা সম্বন্ধে। ও কে আমি বারো চোদ্দবছর ধরে চিনি। খুব ভালো মেয়ে। তুই সেদিন যেভাবে ওকে ঝামরে দিলি...

—ওমাঃ। আমি? কখন ও কে...

—বাহ্ ভুলে বসে আছিস? মেয়েটা খুব কষ্ট পেয়েছে। এমনিতেই দুঃখী মেয়েটা —আত্মীয়স্বজন থেকেও নেই। কেউ খোঁজখবর নেয় না, বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কিছু করলো না। কোনোভাবে নিজের রোজগার করে পেট চালাচ্ছে।

—তো আমার সেই কথাতেই সেলাইপত্র ছেড়ে দিল তোমার কাছে?

—ছাড়বে কেন? বাড়িতে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে করে। তারপর তুই বেরোবার পর আসে একেবারে খেয়েদেয়ে কিছু টিফিন নিয়ে। আবার তুই আসার আগে আগেই চলে যায়— বাড়িতে ফিরে করে। এই যে দু'দিন ধরে টিফিন খাচ্ছিস, বেশি করেই আনে— আমাদেরও দেয়, আমি শুধু গরম করে দিই...

আমার মুখে আর রা নেই। চুল আঁচড়ানো থেমে গেছে।

—কী? মুখে রা নেই কেন? খুব জব্দ করেছিস তো মেয়েটাকে? মেয়েদের অত সহজে জব্দ করা যায় না, বুঝলি। আমার কথা যদি শুনতিস ওকে ঘরে বৌ করে আনতাম—

—এ্যাঁ? শেষকালে দেবীকে? শ্রীহীনা শ্রীদেবীকে?

—কেনরে? তুই এমন কি রাজপুত্তুর? ওর থেকে ভাল বৌ তোর জুটবে ভেবেছিস? থাক বসে আশায় আশায়, দুঃখীরাই দুঃখীর মর্ম বোঝে।

—ভাল, বেশ ভাল প্ল্যান। তার পর তোমরা দু'জনে সেলাই কারখানা চালাবে আর আমি...

—নারে পুলু, না —তখন দেবীকে সেলাই করতে দেব না? আমিই করবো আর কাজ কমিয়ে দেব ধীরে দীরে —যারা বাঁধা খদ্দের তাদের সেলাই শুধু করবো, তারা তো আমাকে ছাড়বে না, তাই—

—ওঃ প্ল্যানট্যান ভেঁজে রেখেছো সব। তবে শুনে রাখো মা তোমার এই বুড়ো খোকাটির কথা - তোমার থেকে মাত্রই বাইশ বছরের কনিষ্ঠ - ওই তোমার দেবীরাণী এখন তোমাকে মাথায় তুলে রেখেছে - সে তুমি বীণাদি বলে। যে মুহূর্তে সে ঘরের বৌ হবে-তুমি শাশুড়ী হবে - সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য মূর্তি ধরবে। তার রান্নাভাত তোমাকে খেতে হবে না।

নাই খেলাম। তবে—

আমি তা বিশ্বাস করিনা - দেবী সেরকম মেয়েই নয়—

—এত বিশ্বাস? খাল কেটে কুমির ঢোকাতে চাইছো—, চারদিক দেকে টেখে কম অভিজ্ঞতা হয়নি, মা—

—তুই ঠিক থাকিস বাছা, তাহলেই হবে

—আমার গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, কিন্তু শ্রীদেবীর গ্যারান্টি?

—সেটা আমার ব্যাপার, পুন পুন। অত ভয় করলে চলে না। পুলু জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কী হলে কী হবে— তাই ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? জীবনটাও একটা নক্শি -কাঁথা—আগে কতো কাঁথা সেলাই করেছিরে, অর্ডারি। এখন অন্যরকম সেলাই করি। কিন্তু দেখেছি বুঝেছি — কতো রকম সেলাই-এ কতো রকম নকশা তোলা যায়। কতো পাটার্ন, জীবনের প্যাটার্নও তো বদলে বদলে যাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। অনেকদিন তো এক প্যাটার্নে আছি আমরা— এবার অন্য আর এক রকম নক্শা ফুটুক না জীবনের কাঁথায়...।